কোটচাঁদপুরে করোনা টিকা নেওয়ার ৭২ ঘণ্টা পর স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে করোনার টিকা নেওয়ার ৭২ ঘন্টা পর আল্লাদী খাতুন (১৩) নামের ৭ম শ্রেণীর এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যুর হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে যশোর জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত আল্লাদী খাতুন কোটচাঁদপুর পৌর এলাকার দুধসরা গ্রামের টিটো হোসেনের মেয়ে। সে কোটচাঁদপুর পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল।

জানা যায়, সারাদেশে স্কুল শিক্ষার্থীদের করোনার টিকার আওতায় আনা কর্মসূচি চলছে। এরই অংশ হিসেবে গত সোমবার কোটচাঁদপুর পৌর পাঠাগারে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফাইজারের টিকা দেওয়া হয়। আল্লাদী খাতুন ওই দিন শরীরে টিকা নেয়। টিকা নেওয়ার পর মঙ্গলবার (২৮ ডিসেম্বর) ভোররাত থেকে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে তাকে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। সেখানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন থাকার পর বৃহস্পতিবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুরে তার মৃত্যু হয়।

আল্লাদী খাতুনের ফুফু জাহানারা খাতুন বলেন, টিকা নেওয়ার কয়েকদিন আগে আল্লাদীর জ্বর ছিল। ওষুধ খাওয়ার পর সে সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু শরীর খুব দুর্বল ছিল। টিকা নেওয়ার পর সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যারা টিকা দিল তারা জিজ্ঞাসা না করে টিকা দিল কেন?

আল্লাদীর পিতা টিটো হোসেন বলেন, আমার মেয়েকে স্কুল থেকে কার্ড দিয়ে টিকা দিতে বলা হয়েছে। টিকা যেখানে দেওয়া হয়েছে সেখানে কোনো প্রকার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেনি। টিকা দেওয়ার পর মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমার মেয়েটা মারা গেছে স্কুলের শিক্ষক আর যারা টিকা দিয়েছে তাদের কারণে। আমি এর বিচার চাই। কেন ওরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করে টিকা দিল। যদি পরীক্ষা করে টিকা দিত তাহলে আজ এই ঘটনা ঘটত না।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আবদুর রশিদ বলেন, মেয়েটিকে যখন হাসপাতালে আনা হয়েছিল তখন জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও খিঁচুনি ছিল। মেয়েটির আগে থেকেই জ্বর ছিল। কেন সে জ্বর থাকা অবস্থায় টিকা নিল। আমরা তো ওই সময় সবাইকে বলে দিয়েছিলাম যে অসুস্থ হলে টিকা নেওয়া যাবে না।

এ ব্যাপারে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আক্তারুজ্জামান বলেন, টিকা নিয়ে মেয়েটি বাড়ি চলে যায়। পরে সে অসুস্থ হলে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন স্বজনরা। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর তাকে যশোরে আনা হয়। অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। সেখানেও তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে ভেন্টিলেটরে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে মেয়েটা মারা যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের করোনা শনাক্ত

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গতকাল রোববার তাঁর করোনা শনাক্ত হয়। এখন চিকিৎসা চলছে। রামাফোসা রাজধানী কেপটাউনে আইসোলেশনে রয়েছেন। প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এএফপির খবরে বলা হয়েছে, করোনা শনাক্ত হওয়ার পর সিরিল রামাফোসা আগামী এক সপ্তাহের জন্য প্রেসিডেন্টের কার্যনির্বাহী দায়িত্ব ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ডেভিড মাবুজাকে অর্পণ করেছেন।

প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের দেওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়, গতকাল সকালে কেপটাউনে সাবেক ডেপুটি প্রেসিডেন্ট এফডব্লিউ ডি ক্লার্কের সম্মানে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান শেষে ফেরার পর অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেছিলেন রামাফোসা। পরীক্ষার পর তাঁর করোনা শনাক্ত হয়। তবে তাঁর মনোবল শক্ত আছে এবং তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক স্বাস্থ্য বিভাগের পর্যবেক্ষণে চিকিৎসাধীন বলে জানানো

হয়েছে।

বিবৃতি অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট রামাফোসা বলেছেন, তাঁর করোনায় আক্রান্ত হওয়ার এ ঘটনা সব মানুষকে টিকা নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক ও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকার বিষয়টি মনে করিয়ে দিচ্ছে। গুরুতর অসুস্থতা ও হাসপাতালে ভর্তি ঠেকাতে এখন পর্যন্ত টিকাই সবচেয়ে সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া করোনার নতুন ধরন অমিক্রন প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় শনাক্ত হয়। ধরনটির প্রকোপে দেশটিতে সম্প্রতি করোনার চতুর্থ ঢেউ দেখা দিয়েছে। এ পর্যন্ত দেশটির মাত্র ২৫ শতাংশের বেশি মানুষ কোভিড টিকার পূর্ণ ডোজ নিয়েছেন। এ ছাড়া ৫ শতাংশ নিয়েছেন এক ডোজ টিকা।

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের করোনার টিকা দান শুরু

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে শুরু হয়েছে স্কুল পড়ুয়া ১২-১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের কোভিট টিকা দান কর্মসূচী। গতকাল শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজের একাডেমী ভবনে কোভিট টিকা প্রদান কর্মসূচী শুরু হয়েছে।
জানা গেছে প্রথম দিন সদর উপজেলার ১২ টি বিদ্যালয়ের ২ হাজার ছাত্র ছাত্রীকে এ টিকা প্রদান করা হবে । এর মধ্যে প্রথম দিন ১ হাজার ৭শ শিক্ষার্থীকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধক প্রথম ডোজের টিকা দেওয়া হয়। তবে প্রথম দিনেই টিকা কেন্দ্রে ছিল শিক্ষার্থীদের উপচে পড়া ভীড়। টিকা নিতে কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের। তবে স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষিত হয়েছে বলে অভিযোগ অনেক শিক্ষার্থীর। টিকা নিতে আসা শিক্ষার্থী শাকিল আহমেদ বলেন, সকালে এখানে এসেছি। এখানে ছেলে মেয়ে উভয়ের স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে কারও তেমন আগ্রহ নেই। লাইনে একে অপরের গা ঘেঁষে রয়েছে। অনেকের মুখে মাস্ক নেই।
কয়েকজন পুলিশ সদস্য ছাড়া কোন সেচ্ছাসেবক লক্ষ্য করা যায়নি। টিকা

দিতে দোতালায় উঠার সময় ছেলে মেয়ে এক সাথে ঠাসা ঠাসি করে উঠতে হচ্ছে।
সরজমিনে গিয়ে দেখা মেহেরপুর সরকারি কলেজের ৩ টি বুথে ২ হাজার শিক্ষার্থীদের টিকা দান কর্মসূচী চলছে। তবে
মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ অলোক কুমার দাস বলেন, শিক্ষার্থীদের টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। এখন থেকে প্রতিদিন গড়ে ২ হাজার শিক্ষার্থীকে টিকা দেয়া হবে জানান তিনি।

ওমিক্রন শনাক্তের দিনে পাঁচজনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার ২২ জনে।শনিবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো করোনাবিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ১৭৭ জনের শরীরে করোনা ধরা পড়েছে। এ নিয়ে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ লাখ ৭৮ হাজার ৯৯৬ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১২২ জন। এ নিয়ে মোট ১৫ লাখ ৪৩ হাজার ৮৬২ জন এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠলেন। এ দিনই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রন শনাক্ত হয়েছে। ভাইরাসটির নতুন এ ধরনে দুইজন আক্রান্ত হয়েছেন।

তারা দুজনই জিম্বাবুয়েফেরত জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের সদস্য। আক্রান্ত দুই নারী ক্রিকেটার সুস্থ আছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক শনিবার ঢাকা শিশু হাসপাতালের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাম্পেইন উদ্ভোধন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

দেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল গত বছরের ৮ মার্চ। প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর গত বছরের ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। সেই বছর সর্বোচ্চ

মৃত্যু হয়েছিল ৬৪ জনের। ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়ায় চলতি বছর জুন থেকে রোগীর সংখ্যা হু-হু করে বাড়তে থাকে। ২৮ জুলাই একদিনে সর্বোচ্চ ১৬ হাজার ২৩০ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছিল।

চলতি বছরের গত ৭ জুলাই প্রথমবারের মতো দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ৫ ও ১০ আগস্ট ২৬৪ জন করে মৃত্যু হয়, যা মহামারির মধ্যে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু। বেশকিছু দিন ২ শতাধিক মৃত্যু হয়। এরপর গত ১৩ আগস্ট মৃত্যুর সংখ্যা ২০০ এর নিচে নামা শুরু করে। দীর্ঘদিন শতাধিক থাকার পর গত ২৮ আগস্ট মৃত্যু ১০০ এর নিচে নেমে আসে।

২০২০ সালের এপ্রিলের পর চলতি বছরের ১৯ নভেম্বর প্রথম করোনাভাইরাস মহামারিতে মৃত্যুহীন দিন পার করে বাংলাদেশ।সর্বশেষ দ্বিতীয়বারের মতো গেল বৃহস্পতিবার (৯ ডিসেম্বর) মৃত্যুশূন্য দিন পার করেছে দেশ।

করোনায় সংক্রমিত প্রথম মানুষের সন্ধান

অবশেষে করোনায় সংক্রমিত প্রথম মানুষটির সন্ধান মিলল। জানা গেছে, চীনের উহানে একটি বাজারে সামুদ্রিক খাবারের নারী বিক্রেতাই বিশ্বে প্রথম করোনা সংক্রমিত।

এর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে উঠে এসেছিল, এক হিসাবরক্ষকের কথা। এতদিন তাকেই দুনিয়ার প্রথম করোনা সংক্রমিত মানুষ হিসেবে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, তা ছিল ভুল। খবর নিউইয়র্ক টাইমসের।

২০১৯ সালে চীনের এই উহান শহর থেকেই প্রথম করোনা সংক্রমণ ছড়ানো শুরু হয়েছিল। তারপর তা গোটা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

এতদিন প্রথম করোনা রোগী হিসেবে যাকে ভাবা হয়েছিল, পেশায় হিসাবরক্ষক সেই ব্যক্তি জানিয়েছেন, ৮ ডিসেম্বর তার প্রথম উপসর্গ

দেখা দেয়। যদিও তখনও করোনা মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েনি।

সম্প্রতি এক গবেষণায় উঠে এসেছে, ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর উহানের বাজারে সামুদ্রিক খাবার ফেরি করা ওই নারীসহ আরও কয়েকজনের মধ্যে করোনা সংক্রমণের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল।

আমেরিকার অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল ওরোবি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা এবং এই সংক্রান্ত আরও গবেষণাকে গাণিতিক ভাবে বিশ্লেষণ করে নয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

এ বছর জানুয়ারি মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাছাই করা গবেষকরা চীন সফর করেন। সেখানেই তারা ওই হিসাবরক্ষকের সাক্ষাৎকার নেন।

তখন জানা যায়, ওই হিসাবরক্ষকের শরীরে ২০১৯ সালের ৮ ডিসেম্বর প্রথম করোনার উপসর্গ দেখা দেয়। এ বছরের মার্চে প্রকাশিত রিপোর্টে তাকেই পৃথিবীর প্রথম করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়।

কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পাঠানো দলের অন্যতম সদস্য পিটার ডাসজ্যাক জানাচ্ছেন, তিনি ওরোবির বিশ্লেষণ অধ্যয়ন করেছেন এবং তাতে সন্তুষ্ট। তার মতে ৮ ডিসেম্বরের হিসেবে সত্যিই কোনও গোলমাল ছিল।

করোনায় আরও ৫ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ২৪৪

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ২৭ হাজার ৯৩৯ জন এই ভাইরাসটিতে প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো করোনাবিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৪৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। নতুন রোগীদের নিয়ে দেশে এ পর্যন্ত শনাক্ত কোভিড রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ লাখ ৭৩ হাজার

৪৫৮ জনে।

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ২৯৪ জন। এ নিয়ে করোনা থেকে সেরে উঠলেন ১৫ লাখ ৩৭ হাজার ৫১৮ জন।

দেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল গত বছরের ৮ মার্চ। প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর গত বছরের ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। সেই বছর সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছিল ৬৪ জনের।

ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়ায় চলতি বছর জুন থেকে রোগীর সংখ্যা হু-হু করে বাড়তে থাকে। ২৮ জুলাই একদিনে সর্বোচ্চ ১৬ হাজার ২৩০ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছিল।

চলতি বছরের গত ৭ জুলাই প্রথমবারের মতো দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ৫ ও ১০ আগস্ট ২৬৪ জন করে মৃত্যু হয়, যা মহামারির মধ্যে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু।

বেশকিছু দিন ২ শতাধিক মৃত্যু হয়। এরপর গত ১৩ আগস্ট মৃত্যুর সংখ্যা ২০০ এর নিচে নামা শুরু করে। দীর্ঘদিন শতাধিক থাকার পর গত ২৮ আগস্ট মৃত্যু ১০০ এর নিচে নেমে আসে।

সূত্র-যুগান্তর

করোনার মুখে খাওয়ার ওষুধ ‘মলনুপিরাভির’ ব্যবহারের অনুমোদন

করোনাভাইরাসের চিকিৎসায় মুখে খাওয়ার নতুন ওষুধ ‘মলনুপিরাভির’ জরুরি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

সংশ্লিষ্ট সূত্র যুগান্তরকে জানিয়েছে, করোনার নতুন ওষুধ মলনুপিরাভির উৎপাদনের জন্য ইতোমধ্যে স্কয়ার, বেক্সিমকো, রেনেটা ও বিকন ফার্মাসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ওষুধটি উৎপাদন ও বাজারজাত করতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে আবেদন করেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. সালাউদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, ‘যেসব প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছে দীর্ঘদিন ধরে তারা ওষুধটি উৎপাদনের চেষ্টা করছে। আমরা সব কিছু দেখে খুব শিগগির অনুমতি দিতে যাচ্ছি। এটি হলে বাজারজাত করতে কোনো সমস্যা হবে না।’

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সূত্র আরও জানায়, মলনুপিরাভির উৎপাদনে অন্তত ১০টি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে।

জানা গেছে, গতকাল সোমবার বেসরকারি ওষুধ কোম্পানি বেক্সিমকো অনুমোদন পেয়েছে। আজ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পাওয়ার কথা রয়েছে।

প্রসঙ্গত করোনাভাইরাস চিকিৎসায় টিকা ছাড়া এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ নেই। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্ক অ্যান্ড রিজব্যাক বায়োথেরাপিউটিকের তৈরি করোনার চিকিৎসায় মুখের খাওয়ার ওষুধ মলনুপিরাভির ব্যবহারের অনুমোদন দেয় যুক্তরাজ্য সরকার। দেশটির চালানো ট্রায়ালে এই ওষুধ সেবনে করোনায় মৃত্যু হার কমবে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ৫০ লাখ ছাড়িয়েছে

করোনায় আক্রান্ত হয়ে বিশ্বজুড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন আরও ৮ হাজার ৩৩ জন। এ নিয়ে বিশ্বে এ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখ চার হাজার ৩৭০ জনে।একই সময়ে নতুন আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন চার লাখ ৮০ হাজার ৫২০ জন। শনিবার পরিসংখ্যান বিষয়ক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডওমিটার থেকে এসব তথ্য জানা

গেছে।

ওয়েবসাইটির তথ্যানুযায়ী, মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভাইরাসটিতে আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়াল ২৪ কোটি ৬৭ লাখ ৪৩ হাজার ৪৩৯ জনে। এছাড়া করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ২২ কোটি ৩৫ লাখ ২৯ হাজার ৩১৪ জন।

করোনায় এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ও আক্রান্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৭ লাখ ৬৫ হাজার ৭২২ জন মানুষ মারা যায়। মোট আক্রান্ত হয়েছে চার কোটি ৬৭ লাখ ৭১ হাজার ৯৭৯ জন। এছাড়া সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিন কোটি ৬৬ লাখ ৪৬ হাজার ৯০০ জন।

তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। দেশটিতে এ পর্যন্ত করোনায় সংক্রমিত হয়ে ৪ লাখ ৫৭ হাজার ৭৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে তিন কোটি ৪২ লাখ ৫৯ হাজার ৭১৯ জন মানুষ।

১২ বছরের বেশি বয়সিদের টিকা চলতি সপ্তাহে

১২ বছরের বেশি বয়সিদের করোনাভাইরাসের টিকা কার্যক্রম চলতি সপ্তাহেই শুরু হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম।

মঙ্গলবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সার্ভাইভারস কিট হস্তান্তর অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান।

খুরশীদ আলম বলেন, সারা দেশের জেলা ও সিটি করপোরেশন পর্যায়ে ২১টি কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে স্কুল শিক্ষার্থীদের ফাইজারের টিকা দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

‘আশা করছি, চলতি সপ্তাহে আমরা টিকাদান শুরু করতে পারব।’

তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে অধিদপ্তর।

এক্ষেত্রে আমরা একসঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীকে টিকা দিতে পারব।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আরও বলেন, স্কুল শিক্ষার্থীদের তালিকা সরবরাহ করবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আমরা সুরক্ষা প্ল্যাটফর্মে তাদের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে দেব।

এর আগে রোববার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক জানান, দুয়েক দিনের মধ্যেই সরকার ১২-১৭ বছর বয়সি শিশুদের করোনাভাইরাসের টিকা দেওয়া শুরু করবে। শুরুতে দেশের ৩০ লাখ ছেলেমেয়েকে এই টিকা দেওয়া হবে। জন্মনিবন্ধন সনদের মাধ্যমে শিশুরা এ টিকার জন্য নিবন্ধন করতে পারবে।

দেশে এখন ১৮ বছরের বেশি বয়সিদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। তবে ১৮ বছরের কম বয়সিদের টিকা দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সরাসরি কোনো নির্দেশনা নেই।

সেপ্টেম্বরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার সময় অপ্রাপ্তবয়সিদের টিকা দেওয়ার ইস্যুটি সামনে আসে। সেই সময় সরকার বলেছিল বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী রোববার বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা।

তিনি বলেন, ১২-১৭ বছরের শিক্ষার্থীদের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার কথা বলে যখন জানতে চেয়েছি, তখন উনি বললেন যে সংক্রমণ রোধে এবং কোমরবিডিটি রয়েছে এমন ছেলেমেয়েদের টিকা দিতে পারেন আপনারা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, উনার (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক) সঙ্গে কথা বলার পর আমি ভ্যাকসিন অ্যালায়েন্স-গ্যাভির সঙ্গে কথা বলেছি। তারা জানিয়েছেন, ফাইজার আর মডার্নার টিকা দিতে পারবে তারা আমাদের।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা আক্রান্ত ১

চুয়াডাঙ্গায় সোমবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১ জন। চুয়াডাঙ্গায় করোনায় কমেছে মৃত্যুহার। চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৯ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৯ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন।

নতুন করে ১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৮৯৩ জনে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ সোমবার ৪৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে।

এই নিয়ে জেলায় মোট নমুনা সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার ২৭৩ জন।এ দিকে ৫০ জনের এর নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে এই নিয়ে জেলায় মোট ৩০ হাজার ১১৩ জনের নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

এ সময় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৮৯৩ জনে। সোমবার কোনো করোনা রোগী সুস্থ হয়নি ।

এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৬১৫ জন।বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে কোনো করোনা রোগী না থাকলেও বাড়িতে আছেন ৬৯ জন। নতুন যে ১ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন তার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ১ জন।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৮৮ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে ৮৭ জন সুস্থ হয়েছেন। গত এক সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ১.২৪ শতাংশ।